

জনাব রায়হানকে

আকাশ মালিক

Theology, not religion is the antithesis to science. ধর্ম নয়, ধর্মতত্ত্বই বিজ্ঞান বিরোধী। (আর্নল্ড যোসেফ টয়িনবী ১৮৮৯-১৯৫৭)।

"সাধু সন্তের দেশে" একটি বই এর নাম। আদ্যপান্ত বই খানি যুক্তি, উপমা, দর্শন, বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। লেখক ভগবান-প্রজাপতির সাক্ষাত দর্শন পেলেন Stephen Hawkins এর Pre-history of time বই খানিতে। লেখক লিখেছেন-Black hole ভগবান-প্রজাপতির নিরাকার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ। মহাশূন্য, সৌরজগত, আকাশ-পাতাল, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী সব কিছুই প্রমাণ করে একমাত্র হিন্দু ধর্মই সত্য-সনাতন ধর্ম।

আমার লিখা 'মোহাম্মদ ও কোরআন' এর সমালোচনায় 'হাদিস বিহীন ইসলাম' এর প্রবর্তক জনাব রায়হান সাহেব লিখেছেন মোহাম্মদের রণ-কৌশল ছিল নিউটনের তৃতীয় সূত্র 'ঘাত-প্রতিঘাত' এর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ। রায়হান সাহেব আপনার প্রায় অর্ধেক লিখাই 'ধান ভানতে শীবের গীত' আমাকে কটাক্ষ করে। আপনি অনুমান করে আবিষ্কার করেছেন, আমি জামাতী ছিলাম, হাবিবুর রহমানের সাথে আমার শত্রুতা ছিল, সার্থের দক্ষে দল ত্যাগ করেছি, দেশকে মোল্লাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে বিদেশ চলে এসেছি, আমি একজন ছোট বেলায় মোল্লাদের দ্বারা ব্রেইন ওয়াশড করা ব্যক্তি ইত্যাদি। আপনার অনুমান সবটুকুই মিথ্যে। আপনার ক্রোধের কারণ আপনার ফ্রাট্রেশনটা আমি বুঝি। একজন বিশ্বাসীর কাছ থেকে অকারণে ব্যক্তিগত আক্রমণ অপ্ৰত্যাশিত কিছু নয়। এক সময় সারা বিশ্বের মানুষ বিশ্বাস করতো পৃথিবী গোলাকার নয় সমতল আর সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে। বিজ্ঞান যখন প্রমাণ করলো সারা জগতের মানুষের বিশ্বাস ভুল, অনেকেই তা সহজে মেনে নিতে পারলোনা। বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষের মনে আঘাত দেয়ার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মানুষ আঘাত পেয়েছে, বৈজ্ঞানিককে জেলে পুড়েছে, হত্যা করেছে অত্যন্ত নৃশংস ভাবে।

আমি বলেছিলাম- একটি ভদ্র-সভ্য উন্নত সমৃদ্ধশালী **জাতি** গঠনে মোহাম্মদ কিংবা কোরআনের **কোনই** প্রয়োজন নেই। আপনি লিখেছেন আপনার উচ্চ-শিক্ষিত ভায়রা প্রচুর নামাজ-রোজা করণে তাঁর নিজের প্রয়োজনে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক- একদিন আমার একজন ধূমপায়ী বন্ধুকে বলেছিলাম- 'সুখী সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার জন্যে ধূমপান করার **কোনই** প্রয়োজন নেই'। তিনি বললেন ' না-রে ভাই ওকথা বলো না। ভোর বেলা বিশেষ করে নাস্তার পরে আর ঘুমোবার আগে একটি সিগারেট না খেলে এই টাকা, এই ধন দৌলত সবকিছু মিথ্যে মনে হয়, বেঁচে থাকার কোন সাধই থাকেনা'। ওটা তাঁর বিশ্বাস কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। তিনি আরো বললেন যে তিনি একজন এম, বি, বি, এস ডাক্তারকে ধূমপান করতে দেখেছেন। ঐ মানুষটিকে 'বেঁচে থাকার জন্যে ধূমপান করার **কোনই** প্রয়োজন নেই' এ কথা বিশ্বাস করাবে কোন বৈজ্ঞানিক?

বড়ই আফসুসের বিষয় সারা পৃথিবী খোঁজে কোরআনের সত্যতা প্রমাণ ও মোহাম্মদের চারিত্রিক সার্টিফিকেট দেয়ার জন্যে একজন মুসলমান পেলেন না, দারুস্থ হলেন হিন্দু সাম্প্রদায়িক মহাত্মা গান্ধী সহ কয়েকজন ভক্ত পশ্চিমা লেখকের।

আপনি লিখেছেন, আমি কোরআনের সূরা নূরে হজরত আয়েশাকে কোথায় পেলাম। দেখুন সয়ং আয়েশা আপনার সামনে হাজির। একটি পুরনো লিখা আপনার সৌজন্যে পুনঃপ্রচার করা হলো।

‘হজরত আয়েশার (রাঃ) সাথে এক রজনী’

(সাক্ষাৎকারটি কাল্পনিক, আয়েশার বক্তব্য বিভিন্ন হাদিস ও ইসলামী কিতাব সমূহ থেকে সংগৃহীত)

- আয়েশা, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমার সাথে কিছুক্ষণ সময় দেয়ার জন্য। আপনার রূপ, মেধা, প্রজ্ঞা, প্রতিভার প্রশংসা অনেকেই করেছেন, কিন্তু বাস্তবে দেখিনি বিধায় মনের মানস-পটে আপনার অবয়ব কল্পনা করেছি, কখনো দূর্গা, কখনো সীতা, কখনো পার্বতী, কখনো রাজলক্ষী, কখনো মেরী ম্যাগডালিয়ন আবার কখনো ক্রকশীল্ড এর রূপে। সাক্ষাত দর্শনের আশা নিয়ে নিদ্রা-যাপন করেছি বহু রজনী। আজ নিশীতে আপনাকে পেয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত। আমার কল্পনা একেবারে মিথ্যে হয়নি, আপনি সত্যিই সুন্দর। ১৫ শত বৎসর অতিবাহিত প্রায়, আজও ইসলামী জগতে আপনাকে নিয়ে সম্ভবত সব চেয়ে বেশী জল্পনা-কল্পনা, আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে। আজ নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে আসল সত্যটা শুন্তে পাবো।

- আপনাকেও ধন্যবাদ। কথা হলো আমার কাছ থেকে শুন্তে পারবেন, আমি আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবো, তবে এটাই যে আসল সত্য সেকথা সকলে মানবেনা।

- কেন মানবে না?

- এই মানা, না-মানা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সমস্যাটা মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের সেই প্রাথমিক যুগে যেমন ছিল আজও ঠিক তেমনই আছে। হজরত আলী আমার বাবাকে, হজরত ওমরকে, হজরত ওসমানকে মানতেন না, আমি আলীকে মানতাম না, মোয়াবিয়া আলীকে মানতেন না। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের যুগের ইসলামের তুলনায় আপনাদের সময়ের ইসলাম অনেক শান্তিপূর্ণ ও মানবিক।

- আচ্ছা থাক, আমরা সে দিকে যাচ্ছি। আপনার সাথে প্রধানত দুটো বিষয় নিয়েই আলোচনা করবো।

- আমি জানি।

- কি জানেন?

- আমার বিয়ের বয়স আর জঙ্গে জামাল।

- জানলেন কিভাবে?

- এই যে বল্লেন, মনের মানস-পটে আমার অবয়ব কল্পনা করে, সাক্ষাত দর্শনের আশা নিয়ে নিদ্রা-যাপন করেছেন বহু রজনী?

- আচ্ছা এবার আমাদের পাঠকদের অবগতির জন্য আপনার সংক্ষিপ্ত বংশ-পরিচয় দিয়ে শুরু করা যাক।

- আমার নাম আয়েশা বিন্তে আবু বকর। বাবার নাম আবু বকর। আমার বাবার আসল নাম ছিল আবু'ল কা'বা। বাবা ছিলেন আমার স্বামী মোহাম্মদের (দঃ) দুই বৎসরের ছোট আর আমি ছিলাম তাঁর (মোহাম্মদের (দঃ)) চুয়াল্লিশ বছরের ছোট। আমার দাদার নাম ওসমান, (খলিফা ওসমান নন)। দাদার আরেক নাম ছিল আবু-কাহাফা। সালমা আমার দাদীর নাম (আমার স্ত্রী সালমা নন), লোকে তাঁকে উম্মুল-কাহির বলে ডাকতো। কোরেশ বংশের বনু-তা'য়ীম গোত্রে ৬১৪ খৃষ্টাব্দে আমার জন্ম। লোকে আমাকে আয়েশা সিদ্দিকা বলে ডাকেন। সিদ্দিকা আমার উপাধি। উপাধিটা আমার স্বামী দিয়েছিলেন কোন এক বিশেষ ঘটনার পর। সে কথা পরে বলবো।

- অর্থাৎ মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক ইসলাম ঘোষনার চার বৎসর পর আপনার জন্ম?

- জী, আমি জন্মসূত্রেই মুসলমান। আমার সামী ৬১০ খৃষ্টাব্দে ইসলাম ঘোষণা দেন।
- আপনি কি কোন দিন তাঁর সাথে আপনার বিয়ের কথা ভেবেছিলেন?
- বিয়ের পরেও ভাবতে পারিনি যে আমার বিয়ে হয়েছে, আগে ভাববো কোথেকে?
- কত ছিল বয়স?
- আট। আসলে ওখানে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিলনা।
- আপনার কোন বয়স্কেন্দ্র ছিল?
- ঠিক বয়স্কেন্দ্র না হলেও একজন মানুষকে আমার জানা ছিল, তাকে আমার ভাল লাগতো। বয়সে আমার চেয়ে সামান্য বড় ছিল।
- নামটা জানতে পারি?
- জোবায়ের ইবনে মোতাম।
- বিয়ে হলোনা কেন?
- বাবা নিজেই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে রাজী হলোনা।
- মোহাম্মদকে (দঃ) আপনি, না আপনার বাবা প্রস্তাব করেছিলেন?
- আমি প্রস্তাব দেবো কি? আট বৎসরের মেয়ে একান্ন বৎসর বয়সের কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে শুনেছেন কোথাও? আমার বাবাও দেননি। উনি নিজেই প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন আমার বাবার কাছে।
- আপনার বাবা রাজী হয়ে গেলেন?
- প্রথমে রাজী হননি। উনিতো আবার সম্পর্কে আমার চাচা ছিলেন। বাবা উনাকে বল্লেন ‘আয়েশা যে তোমার ভাতিজী হয়, তাকে তুমি বিয়ে করবে কিভাবে?’ উনি বল্লেন ‘ পারিবারিক সূত্রে সে আমার ভাতিজী হয় সত্য, কিন্তু ধর্মীয় সূত্রে আয়েশা আমার বোন।
- ব্যাস, তিনি মেনে নিলেন?
- না। কিন্তু এরপরে উনি (মোহাম্মদ) যা বল্লেন, তা আমার বাবার জীবন-মরণ, মান-সম্মান, আত্ম-মর্যাদার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।
- প্রাণ নাশের হুমকি?
- আরে না, উনি বোকা নাকি, বাবাকে হুমকি দেবেন? আর হুমকি দেয়ার মত বাহুবল-জনবল তাঁর তখনো হয়ে ওঠেনি। তিনি বল্লেন, আল্লাহর নাকি আমাকে পছন্দ লেগে গেছে, সয়ং আল্লাহই ঘটক হয়ে তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।
- আপনার বাবার কাছে?
- দূর ছাই, আমার বাবা কি ইব্রাহীম পয়গাম্বর ছিলেন নাকি, সপ্ন দেখবেন ছেলে কুরবানী দিতে? একবার নয় দুইবার নয় পুরো তিনবার উনি (মোহাম্মদ) আমাকে সপ্ন দেখেছেন। একেবারে বেহেস্তি রেশমী কাপড় দিয়ে বিয়ের সাজে সাজিয়ে, আমাকে কোলে করে নিয়ে জিব্রাইল তাঁর সামনে হাজির। বল্লেন- ‘মোহাম্মদ, তোমার জন্য বেহেস্তি উপহার।’ আস্তে করে বাসর রাতে নব-বধুর ঘোমটা উঠানোর মত উনি কাপড় উন্মুক্ত করে দেখতে পেলেন জীবন্ত আমি জিব্রাইলের কোলে বসে আছি।
- আপনার বাবা বিশ্বাস করে ফেল্লেন? তিনি বুঝি খুবই সরল প্রকৃতির ছিলেন?
- সরল প্রকৃতির বলবোনা কারণ তিনি একাধারে একজন দক্ষ ব্যবসায়ী, কমুনিটি লিডার এবং সর্বোপরি একজন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। সরল প্রকৃতির মানুষের পক্ষে ওগুলো সম্ভব হয়না। তবে বাবা একজন অন্ধ-বিশ্বাসী ছিলেন।
- আপনার বাবাকে অন্ধ-বিশ্বাসী বল্লেন?

- স্যরি, তা হয়তো বলা ঠিক হয়নি কিন্তু এছাড়া বিকল্প শব্দ খোঁজে পাচ্ছি না।
বাবা উনার প্রতি কেমন অন্ধ-বিশ্বাসী ছিলেন ঘটনাটা বলছি।

ইসলাম ঘোষনার তখন দশ বৎসর চলছিল। আমার বয়স যখন ছয়, তখন মক্কায় এক বিরাট হুলুস্থুল পড়ে যায়। দশ বৎসর পূর্বে একবার মক্কায় অতি নীরবে তিনি (মুহাম্মদ দঃ) ঘোষনা দিয়েছিলেন নতুন ধর্ম ইসলামের। উথাল-পাতাল অনেক ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেছে ধুলি-ধুসরিত বালুকাময় মরুভূমির ওপর দিয়ে। ইসলামের জন্মের দশম সালে একদিন প্রত্যুষে হঠাৎ করে যখন মানুষ শুনতে পেলো, নবী মুহাম্মদ (দঃ) বলছেন যে, বিগত রাতে তিনি এই সীমাহীন আকাশ, অগণিত সূর্য, তারা-নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ, ধুমকেতু, নিহারিকা অতিক্রম করে, সাত আকাশ, সাত জগত পাড়ি দিয়ে, সূর্য-নরক পরিদর্শন করে, আল্লাহর সাথে সাক্ষাত বৈঠক করে ফিরে এসেছেন, অনেকেই ভাবলো মুহাম্মদ (দঃ) এবারে নিজ হাতে তার ধর্মের কাফন পরিয়ে দিয়েছেন। কিছু লোক আমার বাবার কাছে এসে বল্লো- ‘আবু বকর এখন বুঝলেনতো আপনার বন্ধুটি যে আপাদমস্তক একটা পাগল বৈ কিছু নয়? শুনেছো, সে কি বলছে? এবার তার পায়ে জিজির পরাও।’ বাবা বল্লেন ‘মুহাম্মদ মিথ্যা বলছেন না।’ ।

- আপনার বাবা জিজ্ঞাসাই করেন নি উনি কি বলছেন?

- না, দুটি চোখ সম্পূর্ণ বন্ধ করেই বলে দিলেন ‘ উনি যা বলছেন তা একশো ভাগই সত্য।’ মানুষ ভাবলো, বাবার ব্রেইন ওয়াশড হয়ে গেছে।

- নবী যদি বলতেন, গত রাতে তিনি দেখেছেন চাঁদ ভেঙ্গে দিখলিত হয়ে গেছে?

- সকল আগে আমার বাবা আকাশের দিকে না তাকিয়েই বলতেন, হ্যাঁ কাল রাতে চাঁদ ভেঙ্গে দিখলিত হয়েছিল।

- কিন্তু এটাতো অন্ধ বিশ্বাস।

- সে কারণেই তো সেদিন থেকে আমার বাবা আমার সামীর কাছ থেকে সিদ্দিক (সত্যবাদী) উপাধি লাভ করেন। আজ আপনারা জানেন এক সৌর-জগত থেকে আরেক সৌর-জগতে পৌঁছতে সব চেয়ে গতিশীল আলোর তিরিশ বিলিয়ন আলোক-বর্ষ সময় লাগে। আপনাদের আজিকার সময়ের মানুষের মত সে যুগের মানুষ মহাকাশের পরিধি, এক গ্যালাক্সি থেকে আরেক গ্যালাক্সির দূরত্ব, শব্দ ও আলোর গতি, আলোক-বর্ষ এ সমস্ত জানতেন। ঘটনা শূনার জন্য দূর দুরান্ত থেকে কৌতুহলি মানুষ এসে জড়ো হলো। অনেক সন্দিহান মুসলমান ভাবলেন নবীজী হয়তো সপ্ন-যোগে আকাশ ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু যখন তিনি দাবী করলেন সশরীরে মসজিদুল আকসা হয়ে সপ্তম আকাশ ভ্রমণ করে এসেছেন, লোকে প্রশ্ন করলো, মসজিদুল আক্সার দরজা জানালা কয়টা দেখেছেন।

- তিনি সঠিক বলে দিলেন?

- না, তিন দিন সময় নিয়েছিলেন।

- কেন এখানে সময়ের কি প্রয়োজন?

- আরে সাহেব, সেখানে বড়বড় খৃষ্টান, ইহুদী ধর্মযাজকগণ উপস্থিত ছিলেন। হুট করে একটা উত্তর দেয়া কি সঠিক হতো?

- আচ্ছা শেষ পর্যন্ত তারা কি সঠিক উত্তর পেয়েছিলেন?

- যে আল্লাহর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে এমন সমস্যার সৃষ্টি হলো, তিন দিন পরে সে আল্লাহ তার বন্ধুকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসলেন। জিব্রাইলকে অর্ডার দিলেন, সম্পূর্ণ জেরুজালেম শহর সহ মাসজিদুল আকসা অর্থাৎ বাইতুল মোকাদ্দাসের ছবি তাঁর বন্ধুর চোখের সামনে তোলে ধরতে। ছবি দেখে এক এক করে গুণে গুণে বলে দিলেন কয়টা দরজা কয়টা জানালা ছিল।

- ‘মাসজিদুল আকসা অর্থাৎ বাইতুল মোকাদ্দাস মসজিদ’ এর মা’নেটা কি?

- এর মা'নে ঐ রাতে মাসজিদুল হারাম অর্থাৎ 'মক্কা' থেকে মাসজিদুল আকসা অর্থাৎ বাইতুল মোকাদ্দাস মসজিদে গিয়ে নবীজী নিজে ইমাম হয়ে দু-রাকাত নামাজ পড়েছিলেন। তাঁর পেছনে মুক্তাদি ছিলেন দুই লক্ষ ছবিবশ হাজার নয়শত নিরান্নব্বইনজন পয়গাম্বর ও বেহেস্ত সহ সাত আকাশের কয়েক ট্রিলিয়ন ফেরেস্তা।

- কিন্তু আয়েশা, মাসজিদুল আকসার অর্থতো 'বাইতুল মোকাদ্দাস' নয়, আর ঐ নামে কোন মসজিদ তখন জেরুজালেম বা বেতলিহাম শহরে ছিলইনা।

- কোরআনিক প্রমাণ চান?

- প্লীজ, ইফ ইউ ডোনট মাইন্ড।

- সুরা বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াতটি দেখুন-

‘সকল মহিমা তাঁর যিনি তাঁর বান্দাকে ভ্রমন করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে দূরবর্তি মসজিদে, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম মঙ্গলময়, যেন আমরা তাঁকে আমাদের কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি সয়ং সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।’

- আয়েশা, ইতিহাস বিকৃতি হয়ে যাচ্ছেনা? কোথাও যেন বিভ্রান্তি গোলমাল লেগে যাচ্ছে।

- শুনুন, কোন প্রকার বিভ্রান্তি গোলমালে আমি নেই। আমি যা বলবো তা-ই আমার কথা।

- ঠিক আছে, ঠিক আছে আপনি মনে কিছু নেবেন না। আপনাকে কোন বিষয়েই অভিযুক্ত করার বিন্দুমাত্র প্রয়াশ নেই। আমি বুঝতে পারছি না সপ্ত-সুর্গ ভ্রমন করার পথে জেরুজালেম বিরতির কি প্রয়োজন পড়লো, আর সেখানে যাওয়ারই বা কি দরকার। আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই, ৭০ খৃষ্টাব্দে সোলাইমানের মন্দির রোমানগণ ধ্বংস করে ফেলে। এরপর থেকে সেখানে কোন গীর্জা, মসজিদ, মন্দির নির্মিত হয়নি। ৬২১/২২ খৃষ্টাব্দে যখন মে'রাজের ঘটনা প্রকাশ করা হয় তখন জেরুজালেম ছিল খৃষ্টানদের করতলে, কোন মুসলমান সেখানে থাকার প্রশ্নই ওঠেনা। ওমর কর্তৃক জেরুজালেম দখল করার পর, আব্দুল মালিক বিন্ মারওয়ান কর্তৃক মাসজিদুল আকসা নির্মিত হয়, ৬৯১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ নবী মুহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় ৫৭ বৎসর পরে। আচ্ছা, কোরআনে কি এর বিষয় বর্ণনা আছে?

- জ্বী না, বিষয় বর্ণনা নেই তবে উল্লেখ আছে।

- আপনি এই অত্যাশ্চর্য্য ভ্রমন কাহিনীটি জানেন?

- শুনবেন? রজনী ভোর হয়ে পূবাকাশের সূর্য মাথার ওপরে এসে যাবে ঘটনা শেষ হবেনা।

- কথায় কথায় আমরা যখন আমাদের মেইন্ এজেন্ডা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি, তখন ফিরে যাওয়ার পথে জ্ঞান সঞ্চয়ের থলেতে কিছুটা কালেকশন করে নিলে ভাল হয়না? সংক্ষিপ্তভাবে বলে দিলে আমরা কৃতার্থ হই।

- 'নক্-নক্, হু ইজ দেয়ার? ইট্‌স মি জিব্রাইল।'

- প্লীজ কোতুকের সময় নেই, রাত শেষ হয়ে আসছে।

- একটা প্রশ্ন করি?

- অবশ্যই।

- আরব্য উপন্যাস পড়েছেন?

- জ্বী, পড়েছি।

- সিন্দবাদের কাহিনী?

- জ্বী, পড়েছি।

- পাতাল পুরী রাজকন্যার কেছা?
- জ্বী।
- শুয়ো-রাণী, দুয়ো-রাণী?
- তা-ও শুনেছি।
- কমলা রাণীর দীঘি?
- এটা আবার কোন্টা?
- ও-মা, বলেন কি? সিলেটের মানুষ হয়ে সুদেশের ইতিহাস জানেন না?
- ও আচ্ছা, সেই কমলা রাণী ! কিন্তু ওগুলোতো ইতিহাসে পড়ানো হয়না।
- আপনাকে মে'রাজের কাহিনী শুনাবোনা।
- কেন?
- আপনি বাংলার মানুষ, ঐসমস্ত কেছা-কাহিনীর বই পড়ার পরে মে'রাজের কাহিনীতে ইন্টারেস্ট থাকবেনা।
- আমার জন্য নয়তো, নতুন প্রজন্মকে জানাতে চাই।
- ও-কে, ইফ ইউ ইন্সিস্ট। হেয়ার উই গো-

সুরা আন্-নাজম (তারকা)

‘কসম সেই সকল নক্ষত্রের, যারা অস্তমিত হয়।’

মালিক সাহেব, হাসলেন কেন?

- নক্ষত্রতো কখনো অস্তমিত হয়না। ওরা সব সময়েই আকাশে আছে। দিনের বেলা সূর্যের আলোয় দেখা যায়না, পূর্ণ সূর্য-গ্রহনকালে কিন্তু দিনের বেলাও তারা দেখা যায়।
- আমি বলছিলাম না, এ যুগের মানুষকে কন্ভিন্স করা বড়ই মুশকিল।
- স্যারি স্যারি, আই উইল্ নট ইন্টারাপ্ট ইউ এগেইন, স্য---রি--।

‘তোমাদের সাথী (মুহাম্মদ) পথভ্রষ্টও হোন নি, বিপথগামীও হোন নি।

এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না।

ইহাই কোরআন যা প্রত্যাদেশ হয়।

তাঁকে শিক্ষা দান করেন যিনি এক মহাশক্তিশালী।

সে সহজাত শক্তিসম্পন্ন, প্রকাশ পায় নিজ আকৃতিতে।

উর্দ্ধ-দিগন্তে।

তারপর সন্নিহিত হয়ে অবনত হলেন।

তখন ব্যবধান ছিল দুই ধনুকের অথবা তার চেয়েও কম।

তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা করলেন।

রাসুল মিথ্যা বলেন নি, তিনি যা দেখেছেন।

তোমরা কি তর্ক করবে তাঁর সাথে যা তিনি দেখেছেন?

নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল।

সিদরাতুল মোন্তাহার অতি সন্নিহিতে।

যার ধারে অবস্থিত সুর্গোদ্যান।

সিদরাতুল মোন্তাহা বৃক্ষটিকে আছাদিত করে রেখেছিল, যা আছাদন করার।

তার দৃষ্টি-বিভ্রান্তি ঘটেনি এবং সীমা লংঘনও করেন নি।’

সুরা বনি ইসরাইল-

‘সকল মহিমা তাঁর যিনি তাঁর বান্দাকে ভ্রমন করিয়েছিলেন

মসজিদুল হারাম থেকে দূরবর্তি মসজিদে,

যার পরিবেশ আমি করেছিলাম মঙ্গলময়,

যেন আমরা তাঁকে আমাদের কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি।
নিশ্চয়ই তিনি সয়ং সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।’

জিব্রাইলকে অর্ডার দেয়া হলো- ‘হে জিব্রাইল, সত্তর হাজার ফেরেস্তা নিয়ে সোজা মোহাম্মদের দরজায় গিয়ে এক্ষুনি উপস্থিত হও। আর তুমি মিকাইল, জ্ঞান ভান্ডার থেকে সকল অপকাশ্য জ্ঞান নিয়ে সত্তর হাজার ফেরেস্তা সহ মোহাম্মদের বেড-রুমের দরজার সম্মুখে স্ট্যান্ড-বাই থাকবে। আজরাইল আর ইসরাফিল, তোমরা দু-জন মিকাইল ও জিব্রাইলকে ফলো করবে। জিব্রাইল, চাঁদের আলো বাড়িয়ে দাও সূর্যের আলোর মত, আর নিহারিকার সকল নক্ষত্ররাজীর আলো বাড়িয়ে দাও চাঁদের আলো দিয়ে।

- আয়েশা, ওয়েইট এ মিনিট পীজ।
- কি ব্যাপার ?
- চাঁদের আলোয় প্রজ্বলিত হবে তারকা?
- শেল্ আই স্টপ দ্যা স্টরী-----
- নো, নো, পীজ গো এহেড।
- জিব্রাইল জিজ্ঞেস করলেন ‘প্রভু, কেয়ামত কি আসন্ন?’ আল্লাহ্ বলেন ‘জিব্রাইল, আজ আমি আমার বন্ধু শেষ নবী মোহাম্মদকে (দঃ) সর্বকালের সর্ববৃহৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ রিসেপশন দেবো। তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো। আমি তাঁকে অতি গোপন, অন্তরদৃষ্টি জ্ঞান দান করবো।’ জিব্রাইল বলেন ‘ প্রভু জানতে পারি কি গোপন জ্ঞানটা কি?’ আল্লাহ্ বলেন দাসের কাছে মনিবের গোপন কথা বলা যায়না। আর একটা বাক্য ব্যয় না করে, তোমাকে যা বলা হয়েছে তুমি তা-ই করো।’ আল্লাহ্র নির্দেশ পেয়ে আকাশের কোটি কোটি ফেরেস্তা নতুন সাজে সেজে জিব্রাইলকে অনুসরণ করলো। যথা সময়ে জিব্রাইল তাঁর সারিবদ্ধ ফেরেস্তাদল নিয়ে নবীজীর দরজার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। জিব্রাইল ডাক দেন- ‘ কুম ইয়া সায়িয়াদি’ ওঠো হে রাজাধিরাজ যুম থেকে ওঠো। মহাকাশের সীমানা পেরিয়ে অনেক দূর যেতে হবে, যেথায় যেতে কোন প্রাণীর সাধ্য নেই, আজ রাতে অসাধ্য সাধন হবে, ওঠোন- মহা প্রভুর নিমন্ত্রন গ্রহন করুন।’ নবীজী চোখ মেলে তাকান। আকাশের সীমানায় যতদূর চোখ যায় দেখতে পেলেন এই মহা-বিশ্বের কোথাও কেউ নেই। আকাশ থেকে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত, শুধু শুভ্র-বস্ত্র পরিহিত অগণিত ফেরেস্তা আর ফেরেস্তা। দরজার সামনে সারি-সারি লাইন বেঁধে দন্ডায়মান কোটি-কোটি সূর্য দৃত। সামনেই অপরূপ রূপে সজ্জিত হয়ে, অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে সূর্যীয় একটি জীব। জীবটির নাম বোরাক। তার দেহ ঘোড়ার আকৃতির, চেহারা যেন যোল-কলায় পরিপূর্ণ এক যুবতী নারী। ঘাড়ের কেশব যেন মেঘ বরণ কন্যার রেশমী কালো চুল, হরিনীর মত টানা-টানা কাজল কালো দুটো চোখ, ধনুকের মত অধর দুটি আবীর রাস্তায় রঞ্জিত, তুলার মত তুলতুলে স্ফটিকের মত সাদা দুটো কান। রেশমী কাপড়ে সোনার ডোরা দিয়ে তৈরী তার পিঠের চাদর। চাদরের নীচে নরম গালিচা, যার চতুর্দিকে ঝুলে আছে সবুজ বিনুক পাথরের মালা। লেজে তার ময়ূরের পেখম। সোনার চেইনের দুই দিকে হীরা-মাণিক পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়েছে তার লাগাম। হলুদ রঙের হীরার তৈরী তার মাথার মুকুট, যার চারিদিকে আছে চকচকে চুনি পাথর (রক্তবর্ণ মাণিক)। সূর্যালী বিনুক পাথর দিয়ে মুকুটের মাঝখানে লেখা আছে *“There is no god only Allah, Muhammad is the Messenger of Allah.”*

নবীজী কেঁদে উঠলেন। জিব্রাইল জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহর রাসুল আপনি কাঁদছেন কেন? রাসুল বলেন ‘ আমার উম্মতগণকে ছেড়ে আমি কোথায় চলেছি?’ জিব্রাইল শান্তনা দিয়ে বলেন ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ, শুধু আপনার উম্মতগণের মঙ্গলার্থেই আজ রাতের পার্লামেন্ট অধিবেশন। নবীজী যারপর নেই খুশি হলেন। এ পর্যায়ে এসে ফেরেস্তাগণ নবীজীর শানে সমবেত কন্ঠে একটি ওয়েল-কাম বন্দনা গাইলেন।

সুর্গ হতে এনেছি মালা
তোমার নুরে ভুবন উজালা
পরহে গলে এ ফুল মালা
হে নবীজী কামলিওয়ালা।।

এই নির্দিষ্ট বোরাকটিকে চয়েস করেছিলেন জিব্রাইল নিজে। আল্লাহর অনুমতি নিয়ে জিব্রাইল বোরাক ফ্যাকটরিতে গিয়ে দেখেন, একটি যায়গায় চোদ্দ কোটি বোরাক খুশি মনে কলেমা জিকির করছে। প্রতিটি বোরাকের মাথার মুকুটে লেখা- *“There is no god only Allah, Muhammad is the Messenger of Allah.”* জিব্রাইল লক্ষ্য করলেন অদূরে একটি বোরাক একা একা বসে কাঁদছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন- হে বোরাক তুমি এতো বিষন্ন মনে কাঁদো কেন? বোরাক উত্তর দেয়- ওহে জিব্রাইল, চল্লিশ হাজার বছর আগে একটি পবিত্র নাম শুনেছিলাম। সেদিন থেকে ঐ নামের মানুষটিকে দেখার তৃষ্ণায় আমার দানা-পানি বন্ধ হয়ে গেছে, আমার খাওয়ার আর রুচী নেই। জিব্রাইল বললেন- তোমার পিঠেই আমি সেই মানুষটিকে সওয়ার করাবো। জিব্রাইলের একহাতে একটি মুকুট অন্য হাতে একটি পেয়ালা। নবীজীর হাতে জিব্রাইল একটি বেহেশ্তী মুকুট তোলে দিলেন। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন- জিব্রাইল, ওটা কি? জিব্রাইল বলেন- হুজুর, যখন এই বিশ ব্রহ্মাস্ত্রের কিছুই ছিলনা তখন এই মুকুটটি তৈরী করে আল্লাহ্ বেহেশ্ত্রের ফেরেস্তা রেদওয়ানের তত্বাবধানে চল্লিশ হাজার প্রহরী ফেরেস্তাদের পাহারায় বেহেশ্ত্রের একটি রুমে রেখেছিলেন, একদিন আপনার মাথায় পরানোর উদ্দেশ্যে। রাসুল পুনরায় জিজ্ঞেস করেন- আর তোমার হাতের ঐ পেয়ালা? জিব্রাইল বলেন- ওটার ভেতরে আছে সুগীয় সুধা। ফেরেস্তা রেদওয়ান চল্লিশ হাজার বছর পাহারা দিয়েছেন এই পেয়ালা। আজ রাতে আল্লাহর অনুমতিক্রমে এই পেয়ালা থেকে এক চুমুক সুরা তিনি পান করে ইসরাফিলের হাতে দেন। ইসরাফিল এক চুমুক সুরা পান করে মিকাইলকে দেন। মিকাইল এক চুমুক পান করে আজরাইলকে দেন। আজরাইল এক চুমুক সুরা পান করে বেহেশ্ত্রের হুর-গেলেমানদের কাছে নিয়ে যান। চল্লিশ হাজার হুর-গেলেমানগণ এই সুরা দিয়ে আজ রাতে স্নান করে সুন্দর থেকে আরো সুন্দরতম হয়েছেন। তাদের শরীর নিঃসৃত বিধৌত সুরা আপনাকে পান করাবো বলে পুনরায় পেয়ালায় ভরে নিয়ে এসেছি। নবীজী সুগীয় সুরা পান করে বোরাকে আরোহন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফেরেস্তাদের গগণ বিদারী করতালিতে আকাশ থেকে মর্তপুরী ভেদ করে গর্জন-ধ্বনি ভেসে ওঠলো।

মহাশ্বনে বোরাক পা বাড়ালো। ব্রেইকের দায়িত্বে হজরত জিব্রাইল। চোখের পলকে বোরাক মধ্য-মরুভূমির এক যায়গায় আসার পর জিব্রাইল ব্রেইক করলেন। ‘ আমরা কোথায় এলাম জিব্রাইল?’ বিষ্ময় ভরা কন্ঠে জিজ্ঞেস করেন মোহাম্মদ। জিব্রাইল বললেন- নেমে আসুন হে, সম্মানিত অতিথি। এ যায়গার নাম ‘ইয়াতরিব’। এটাই হবে ক্যাপিটাল সিটি অব ইসলাম। একদিন শহরটির নাম হবে মদীনা।

এখান থেকে আপনি ইসলাম বিস্তার করবেন সারা পৃথিবী জুড়ে। যাত্রার প্লান অনুযায়ী এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে বোরাক দ্বিতীয় স্টেপে এসে থামলো। মোহাম্মদ জিজ্ঞেস করেন- এ কোন্ যায়গা জিব্রাইল? জিব্রাইল বলেন- এর নাম 'সিনাই'। আসুন, ঘুরে দেখুন সেই পবিত্র স্থান, যেথায় এসে হজরত মুসা (আঃ) সরাসরি আল্লাহর সাথে কথোপকথন করতেন। তারপর আরো একটি চোখের পলকে তৃতীয় স্টেপেজ। *'And now, where are we, Jibraeel ?' Asked Mohammed. 'You are in Bethlehem, where Isa (Jesus) was born and from where he spread the message of the King of heavens and of the earth.'* Said Jibraeel. হজরত ঈসার জন্মভূমি নবীজী খুশি মনে ঘুরে দেখলেন। বেহেস্তী কাপড় পরিহিত একজন যুবক আর একজন যুবতী এসে নবীজীর কপালে দুই চোখের মধ্যবর্তি স্থানে চুম্বন দিয়ে গেল। মোহাম্মদ জিজ্ঞেস করেন- ওরা কারা ছিল? জিব্রাইল বলেন- আপনার দু'জন বেহেস্তী উম্মত। পরক্ষণেই পাহশালার সা'কীর বেশে একটি খালায় তিনটি পেয়ালা হাতে উপস্থিত হলেন অপরূপ সুন্দরী এক যুবতী ফেরেস্তা। নবীজী দুধের পেয়ালা তোলে নিলেন। মেয়ে ফেরেস্তা পানি ও শরাবের পেয়ালা নিয়ে নবীজীকে সালাম জানিয়ে চলে যায়। তারপর একটি খালায় তিনটি সুগীয় রেশমী রুমাল হাতে আসলেন আরেকজন সুন্দরী মেয়ে-ফেরেস্তা। নবীজী সাদা ও সবুজ রঙের রুমাল দু'খানি গ্রহন করলেন। কালো রুমাল ফেরত নিয়ে সালাম জানিয়ে যুবতী অদৃশ্য হয়ে যান। বনি-ইসরাইলদের মাটিতে হাঠতে মোহাম্মদের বেশ ভাল লাগলো। হাঠতে হাঠতে তিনি জেরুজালেম শহরে সুলাইমান মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। এরই নাম 'মাসজিদুল আকসা' বা বাইতুল মোকাদস। নবীজী লক্ষ্য করলেন, দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী লাইনে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। প্রত্যেক নবীর পেছনে চল্লিশ হাজার ফেরেস্তা। এখানে জিব্রাইল সকলের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন।

'এই সেই মহামানব, যার জন্ম না হলে আকাশ-জমিন, বেহেস্ত-দোজখ, জল-বায়ু, আরশ-কুরসী, সূর্য-তারা, মানুষ-পশু, কীট-পতঙ্গ, জীন-ফেরেস্তা, নবী-পয়গাম্বর কোন প্রকারের জলীয়-বায়বীয় পদার্থ আল্লাহ সৃষ্টি করতেন না। ইনিই আখেরী পয়গাম্বর, নবীকুলের সর্দার, জগতের শান্তির প্রতীক, সৃষ্টির সেরা, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বন্ধু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ)। তাঁর সম্মানে আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে জানাই উষ্ণ সাগতম।'

তারপর বক্তব্য নিয়ে আসেন আদি পিতা হজরত আদম (আঃ)। নাতিদীর্ঘ বক্তব্যে বাবা আদম গন্দম খাওয়ার দুঃখজনক ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন- ৩৬০ বৎসর কাঁদা-কাঁচি করে সেদিন আরাফাতের মাঠে যদি নবী মোহাম্মদের দোহাই না দিতাম, তাহলে আল্লাহ আমাকে আর বিবি হাওয়াকে আদৌ ক্ষমা করতেন কিনা সন্দেহ। তারপর পর্যায়ক্রমে কেনান শহরের মহা-প্লাবন, নমরুদের অগ্নি-পরীক্ষা, নীল-নদে ফেরাউনের শলীল সমাধি, তুর পাহাড়ে প্রভু দর্শন, অন্ধের চক্ষু দান ও মৃতের প্রাণ দান, এ সমস্ত বিষয়াদির ওপর সংক্ষিপ্তাকারে বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে হজরত নুহ (আঃ), হজরত ইব্রাহীম (আঃ), হজরত মুসা (আঃ) ও হজরত ঈসা (আঃ)। মোহাম্মদ সকলের প্রতি সাধুবাদ জানিয়ে সমাপনী ভাষণ প্রদান করে দু-রাকাত নামাজ পড়েন। দুনিয়ার সকল নবী ও বেহেস্তের সকল ফেরেস্তাগণ সেদিন তাঁর পেছনে মুক্তাদি হয়েছিলেন। নামাজ শেষে নবীজী পুনরায় যেইমাত্র বোরাকে আরোহণ করলেন, মহাশূন্য হতে এক বিকট ধ্বনি নবীজীর কানে আসলো।

‘ জান্নাত ও জান্নাতের সকল বাগান সমূহ, দুধের নদ-নদীগুলো, সাগরের জল ও রন্ধের পাতা সমূহ, হুর-পরী ও গেলেমানগণ, চূড়ান্ত মহাসাজে সজ্জিত হও, মাথা নত করে দাও মোহাম্মদের পবিত্র চরণ-তলে। সৃষ্টি আজ সার্থক হউক।’

নবীজী প্রশ্ন করেন- জিব্রাইল, এ কার কন্ঠ?’ জিব্রাইল উত্তর দেন- ইনি হজরত ইসরাফিল। সে আওয়াজ-ধ্বনি যদি পৃথিবীতে আসতো, পানির নীচে সকল মাছ, হাঙ্গর-কুম্ভীর, মাটির ওপরে মানুষ সহ পৃথিবীর সকল জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী এক সাথে বধীর হয়ে যেতো। এর পরপরই আরো একটি বিরাট শক্তিশালী আওয়াজ নবীজী শুনতে পেলেন।

‘ হে সর্গীয় সিড়ি গুলো। ষ্টোর-রুম থেকে বেরিয়ে এসো। জীবনে প্রথমবারের মত মুক্তি পেয়েছো, তাড়াতাড়ি শুইয়ে পড়ো।’

নবীজী প্রশ্ন করেন- জিব্রাইল, এ কার কন্ঠ?’ জিব্রাইল উত্তর দেন- ইনি হজরত ইশমাইল। সোনার তৈরী সিড়িগুলোর একপাশে লালচে আর অপর পাশে সবুজ রঙের মুক্তা দিয়ে সাজানো। সিড়িগুলো প্রথম-বেহেস্তের দরজা থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসের দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। মোট সিড়ির সংখ্যা একশো। এক সিড়ি থেকে অপর সিড়িতে পৌঁছতে সূর্যের আলোর সময় লাগবে পাঁচশো হাজার বৎসর। বরণ-মালা হাতে, প্রত্যেক সিড়িতে সত্তর হাজার করে, লাইন বেঁধে দাড়িয়ে আছেন এক-এক রঙের সর্গীয় কাপড় পরে এক-শো রঙের ফেরেস্টা। প্রথম বেহেস্তের সদর দরজার সামনে, এই সিড়ির ওপর আলো বিকিরণ করার জন্য লাইট-হাউস স্থাপন করা হয়েছিল চল্লিশ হাজার বছর আগে। আজ রাতে প্রথমবারের মত সুইচ অন করা হলো। সাত আসমান ভেদ করে সেই লাইটের আলো এসে পড়লো বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রথম সিড়িতে। প্রত্যেক সিড়িতে বেহেস্তি ফুলের তোড়া ও হাজার রকমের পেজেন্ট দিতে থাকলেন ফেরেস্টাগণ। জিব্রাইলের কাঁধে, বোরাকের পিঠে জমা হতে থাকলো উপহার সমূহ। নবীজী বল্লেন- জিব্রাইল, উপহারগুলো বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার উম্মতগণকে বিলিয়ে দেবো।

কি হলো? ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? মাঝে মাঝে ‘ইয়েস’ ‘নো’ না বল্লে---- - -
- ঘুমাইনি আয়েশা, আমি এক যায়গায় আটকা পড়ে গেছি। ঐ যে বল্লেন- চল্লিশ হাজার হুর-পরী বেহেস্তী শারাব দিয়ে গোসল করলো, আর তাদের শরীর বেয়ে ঝরে পড়া শারাব দিয়ে নবীজী গোসল করলেন, কিছুটা পানও করলেন, এর মধ্যকার কেরামতিটা আমি বুঝি নাই।

- গঙ্গা-স্নান করেছেন কোনদিন?

- জী না। শুনেছি মেয়েরা নাকি সেই জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করে।

- আপনি আস্ত একজন বোকা।

- জী, আমারও তা-ই মনে হয়। প্রথম বেহেস্তের দরজা থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসের দূরত্ব কত মাইল জানেন?

- আমি জানবো কিসে? সে যুগে কালক্যুলেটার, কমপিউটারতো ছিলনা। হিসেবটা খুবই সহজ। আপনি কি জানেন আলোর গতি প্রতি ঘন্টায় কত মাইল?

- জী জানি। তবে বই দেখে বলতে হবে।

- তাড়াতাড়ি দেখুন।

- ভ্যাকিয়্যুমে আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১৮৬,২৮২.৪ মাইল কিংবা প্রতি ঘণ্টায় ৫৭০৬১৬৬২৯.৩৮ মাইল ।
- বাস। ৫৭০৬১৬৬২৯.৩৮ মাইল টাইমস্ ২৪, টাইমস্ ৩৬৫, টাইমস্ পাঁচশো হাজার, টাইমস্ একশো, সমান প্রথম বেহেশ্বের দরজা থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসের দুরত। হিসেব মিলেছে?
- জী না। জল-তল বর্ষা হয়ে গেছে।
- আমি জানি আপনি এটাই বলবেন। এবার বুঝুন, বোরাকের স্পীড সেকেন্ডে কত মাইল ছিল। সে যা-ই হউক, এক-এক করে এক'শোটি সিডি অতিক্রম করে নবীজী প্রথম বেহেশ্বের দার-প্রাহে এসে হাজির হলেন। গেইটে সর্গাঙ্করে লেখা 'দা'রু-স্সালাম'। দরজা বন্ধ, জিব্রাইল দরজায় নক করলেন- 'নক-নক'। ভেতর থেকে আওয়াজ আসলো- 'হু ইজ দেয়ার'? জিব্রাইল উত্তর দেন। 'ইট্‌স মী, জিব্রাইল'। দরজা খোলে গেল। বেহেশ্তি ফুলের মালা হাতে, সারিবদ্ধ চল্লিশ হাজার ফেরেশ্তা সুরেলা কণ্ঠে গেয়ে উঠলো- 'ও নবী সা-লাম বা-রে-বা-র-----

কি ব্যাপার, চমকে উঠলেন যে?

- কিছু না, 'বেদের মেয়ে জোছনা' মনে পড়ে গেল।
- আরে সাহেব, ওটাকি জগতের বাইদানীদের সুর ছিল? সেই সুর, তাল-লয় পৃথিবীর মানুষ কোনদিন জানতে পারবে না, শুনতেও পারবে না।
- দরকার নেই, প্লীজ কারী অন্।
- 'দা'রু-স্সালাম' বেহেশ্বের দরজা ছিল দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শত নিরান্নব্বইটি। প্রত্যেকটিতে এক একজন নবীর নাম লেখা। সামনেই ফুলে ফলে সু-সজ্জিত সর্গোদ্যান। পাখির কণ্ঠে সুমধুর গান, নদীর কলতান যেন নারী কণ্ঠে ব্যাক গ্রাউন্ডে মধুর হ্যামিং, বৃক্ষ-পল্লবীতে সুরের লহরী। অসংখ্য ছোট বড় সাইজের ডানা-কাটা পরী নৃত্যের তালে তালে শুন্যাকাশে উড়ে চলেছে। বাগানটির নাম 'সামা-উদ্দুনিয়া'। বাগানটির সার্বিক তত্তাবধানে ছিলেন ইসমাইল ফেরেশ্তা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বেহেশ্তী শিল্পীগণ নবীজীর প্রশংসায় কয়েকটি গান পরিবেশন করলেন।

পাঁচশো হাজার আলোকবর্ষ পথ এক সেকেন্ডে অতিক্রম করে বোরাক দ্বিতীয় বেহেশ্বের সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজা বন্ধ, জিব্রাইল দরজায় নক করলেন- 'নক-নক'। ভেতর থেকে আওয়াজ আসলো- 'হু ইজ দেয়ার'? জিব্রাইল উত্তর দেন। 'ইট্‌স মী, জিব্রাইল'। দরজা খোলে গেল। এভাবে প্রত্যেকটি বেহেশ্তে সর্গীয় রিসেপশন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বেহেশ্বের নাম 'দা-রুল কারার'। তৃতীয়টি 'দা-রুল খুলদ'। চতুর্থটি 'জান্নাতুল-মাওয়া', পঞ্চমটি 'জান্নাতুল-নাঈম', ষষ্ঠটি 'জান্নাতুল-ঈদান'। ছয়টি বেহেশ্তই বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের মত। নবীজী দেখলেন সরকারী দফতরগুলোতে, কর্মচারী, সম্পাদক সেক্রেটারী সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। আমলাগণ ফাইল-পত্র আগেভাগেই ঠিকঠাক করে রেখেছিলেন। নবীজী সবগুলো দেখলেন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই। হজরত আদম থেকে আজ পর্যন্ত কতজন মানুষ জন্ম নিল, কতজন মারা গেল, কতজন দোজখী, কতজন বেহেশ্তী, আগামী বৎসর কতজন আসবে, কতজন মারা যাবে, কোন্ যোগ্য ঝড় হবে, বন্যা হবে সবকিছু বিভিন্ন দফতরে সুনিপুন ভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। ষষ্ঠ বেহেশ্তে হজরত মুসা (আঃ) বল্লেন-

নবীজী আপনার উম্মতের কথা সুরণ করে বুঝে-সুঝে নির্দেশনামায় দস্তখত করবেন।

বোরাক মোহাম্মদকে সপ্তম বেহেস্তে নিয়ে এল। দরজা বন্ধ, জিব্রাইল দরজায় নক করলেন- ‘নক-নক’। ভেতর থেকে আওয়াজ আসলো- ‘তু ইজ দেয়ার’? জিব্রাইল উত্তর দেন। ‘ইটস মী, জিব্রাইল’। দরজা খোলে গেল। এই বেহেস্ত অন্য সব বেহেস্ত থেকে আলাদা। খাটি মররুত মণি, পোখরাজ, চকচকে মুক্তা, সোনালী ঝিনুক, বিভিন্ন রঙ্গের হীরা দিয়ে সাজানো তার চতুর্দিক। বেহেস্তটির নাম ‘জান্নাতুল ফেরদাউস’। এখানে কতজন ফেরেস্তা আছেন, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা। তবে অনুমান করে বলা যায়, সাত আকাশ সাত জমিনে যত ফেরেস্তা, মানুষ, জীব জন্তু আছে সকলকে একত্র করলে যে সংখ্যা দাঁড়াবে, তা হবে এখানকার ফেরেস্তাদের দশ ভাগের একভাগ। প্রত্যেক ফেরেস্তার রূপের আলো দুনিয়ার দশটা সূর্যের আলোর চেয়েও বেশী। এরা সব সময় আয়াতুল-কুরসী পাঠ করেন। এই আয়াতুল-কুরসী দুনিয়ার ভারসাম্য ঠিক রাখে। যেদিন এই ফেরেস্তাগণ আয়াতুল-কুরসী পাঠ বন্ধ করে দেবেন, সেদিন দুনিয়া তার মধ্যাকর্ষণ শক্তি হারিয়ে ফেলবে। এ পর্যন্ত যারা বেহেস্তী হয়েছেন, সকল জেহাদী শহীদ, আউলিয়া দরবেশ, ইমাম, কুতুব সবাই এখানে উপস্থিত, সকলের কপালে প্রজ্জলিত আলোর চন্দ্রটিকা। নবীজী দেখে খুশি হলেন। আরো পাঁচশো হাজার আলোকবর্ষ পথ অতিক্রম করে এবার বোরাক নবীজীকে নিয়ে এল সৃষ্টির শেষ সিমানায় যেখানে আছে ‘সিদরাতুল মোনতাহা’ নামে এক বিরাট বৃক্ষ। পাতায় পাতায় বসা, দবদবে সাদা সিল্কের শাড়ি পরিহিত হাজার হাজার হুর পরী। সর্বোচ্চ ডালে বসা বাবা আদম ও বিবি হাওয়া। গাছটির ডেকোরেরটার সয়ং আল্লাহ নিজে। ডাল-পালা সবকিছু তারই নুরের তৈরী। জিব্রাইল নবীজীকে নিয়ে গাছের ভেতরে ঢুকলেন। সে এক আজগুবি কান্ড। এই গাছের ভেতরেই সৃষ্টির সকল ম্যাকানিজম। আল্লাহর সৃষ্ট মহা বিশ্বের এমন কোন বস্তু নেই যা এখান থেকে দেখা যায়না। বেরিয়ে এসে জিব্রাইল বল্লেন- ‘এবার আমাকে বিদায় নিতে হবে। এই গাছের অপর পাশে পাঁচশোটি পর্দার আড়ালে ‘লাওহে মাহফুজ’ আল্লার সিংহাসন। এক একটি পর্দার ঘনত্ব পাঁচশো হাজার আলোকবর্ষ পথ। সেখা আপনাকে একা যেতে হবে। কোন নবী পয়গাম্বর কিংবা কোন ফেরেস্তা সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে’। নবীজী বোরাকের দিকে তাকান। বোরাক কথা কয়না নড়েনা। রাসুল ভয় পেলেন। ধীরে ধীরে সামনে পা বাড়ালেন। ভয় নিবারণের জন্য আল্লাহ তার বন্ধুর জিহ্ভায় কুদরতি হাতে ছোট্ট একটি আয়ুর্বেদী সঞ্জীবনী ট্যাবলেট ঢুকিয়ে দিলেন, যা ছিল বরফের চেয়ে অধিক ঠান্ডা, মধুর চেয়েও বেশী মিষ্ট।

- দাঁড়ান দাঁড়ান, আয়েশা। আমার একটি কথা আছে।
- কি কথা?
- প্রত্যেকটি পর্দার ঘনত্ব পাঁচশো হাজার আলোকবর্ষ পথ। বোরাক ছাড়া পাঁচশোটি পর্দা নবীজী অতিক্রম করবেন কিভাবে?
- ঐ ট্যাবলেটের কেরামতি। একই সাথে একটি শীতল ড্রপ দেয়া হয় নবীজীর ডান কাঁধে আরো একটি বাম কাঁধে। এখন আর তিনি রক্তে-মাংশের সাধারণ মানুষ নন বরং এক মহা-শক্তি। মানুষ জীন-ফেরেস্তা যা দেখতে পান না, শুন্তে পান না, তিনি তা দেখতে পান, শুন্তেও পান। বোরাকের প্রয়োজন নেই, শুধু ইচ্ছার প্রয়োজন, যা চাইবেন তা হয়ে যাবে। সপ্তম পর্দায় এসে মোহাম্মদ আশা ব্যক্ত করলেন-

‘খোল-খোল দার রাখিওনা আর
বাহিরে আমায় দাঁড়িয়ে---।

একসাথে চতুর্দিক থেকে আওয়াজ আসলো-

‘এসো এসো তুমি-
বাহির হয়ে এসো যে আছো অন্তরে---।

নবীজী দেখলেন, তাঁর ডানে আল্লাহ্, বামে আল্লাহ্, ওপরে আল্লাহ্, নীচে আল্লাহ্,
সামনে আল্লাহ্, পেছনে আল্লাহ্, তাঁর সর্বাত্মে আল্লাহ্।

- আয়েশা, সংসদে কি আলাপ হলো তা তো বল্লেন না।
- সবকিছু বিস্তারিত লিখলে পাঁচশো খন্ড রামায়নে কুলাবেনা। কেমন লাগলো
স্টোরীটা বলুন।
- সুন্দর তবে নতুন নয়।
- নতুন নয়, মা'নে?
- ‘আরতা ভিরাফ’ এর নাম শুনেছেন?
- না, তো।
- মোহাম্মদের জন্মের ৩৪৮ বছরের পুরনো ঘটনা। সেখানে জিব্রাইলের ভূমিকায়
ছিল ‘সারশ’, আল্লাহ্র নাম ছিল ‘ওরমাজ্দ’ আর ইবলিসের নাম ছিল
‘আহরিমান’। কাহিনীতে সর্গ-নরক পরিদর্শনতো ছিলই, এমনকি ‘সিদরাতুল
মোন্তাহা’ বৃক্ষটিও ছিল, তবে নাম ছিল ‘হোমাইয়া’।

আচ্ছা আয়েশা, আপনার বাবার মত অন্ধ-বিশ্বাসতো আপনারও ছিল।

- কি রকম?
- আপনি বলেছেন- জিব্রাইলকে সূচক্ষে দেখেছেন।
- আমি কোথাও এমন কথা বলিনি।
- এক রাতে আপনার বিছানায় নাকি জিব্রাইল এসেছিলেন?
- ও আচ্ছা সেই ঘটনা !

শুনুন, দিনান্তে ক্লান্তি অবসানে এক খানা ছোট্ট কম্বল গায়ে জড়িয়ে আমরা দু-
জন শুয়ে আছি। হঠাৎ করেই উনি (মোহাম্মদ) বল্লেন ‘ দেখো আয়েশা জিব্রাইল
এসেছেন, তোমাকে সালাম জানিয়েছেন।’ আমি বল্লাম, হুঁ, আপনি যা দেখতে
পান, আমি তা পাইনা। তার প্রতিও আমার সালাম।

অলস রাতের এমন একটি লোভনীয়, আশা-আনন্দঘন মুহুর্তে কোন্ নারীর দায়
ঠেকেছে উষ্ণ-কম্বলখানি দূরে সরিয়ে পাশফিরে তাকিয়ে দেখে, কে আসলো
আর কে গেলো? লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে কেউ যদি দাঁড়িয়েই থাকে, একজন
নারীর তাতে কি-ইবা আসে আর যায়? উনি বিছানায় আসেন বাই-রটেশন। আমার
বিছানায় আর পা তুলবেন সেই ১২/১৩ দিন পরে। সে সময় আমি তাঁর কথার
সত্যতা যাচাই করা কিংবা অস্বীকার করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হতো?

- আয়েশা আপনি শুধু সুন্দরীই নন, বুদ্ধিমতিও। একজন বুদ্ধিমতি নারী হয়ে
হজরত আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে গেলেন কেন? কমপক্ষে দশ হাজার
নিরপরাধ মুসলমানের গলা কাটা হলো। আপনি কি মনে করেন আপনার সিদ্ধান্ত
সঠিক ছিল?

- আমি জেনে বুঝে, আরো অন্যান্য বিশেষ সাহাবীগণের সাথে আলাপ আলোচনা করে তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ভুল হয়েছিল সেদিন আলীর খেলাফত অস্বীকার করে, আলাদা একটি রাজনৈতিক দল গঠন না করা। জনমত আমার পক্ষেই ছিল। তার প্রমান, যুদ্ধে আলীর সৈন্য-সংখ্যা ছিল বিশ হাজার আর আমার পক্ষে ছিল তিরিশ হাজার। যুদ্ধের কৌশলগত কারণে আরো কিছুটা সময় নেয়া উচিত ছিল। আমার বেশ কিছু নিকটাত্মীয় না-বুঝেই আলীর পক্ষে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। সময় নিয়ে তাদেরকে আমার পক্ষে আনা উচিত ছিল।

- কিন্তু কেন? আপনি কেন এতবড় একটা ঘটনার কারণ হবেন? শুধু আপনারই কারণে আল্লাহ ও জিব্রাইলকে তাদের অন্যান্য জরুরী কাজ স্থগিত রেখে ইমারজেন্সী মিটিং করে সংবিধানে নতুন নতুন আইন সংযোজন করতে হয়েছে। কোরআন শরীফের পূর্ণ একটি সূরা'ই নাজিল হয়েছে আপনাকে উদ্দেশ্য করে। লোক মুখে রটনা আছে, আপনার কারণেই পর্দা প্রথা, নারীকে গৃহে অবরোধ থাকার নির্দেশ, এমনকি নবী-পত্নীদের বিধবা-প্রথাও সম্ভবত আপনারই কারণে।

- আমি জানি। আমার ওপর শুধু আমার স্ত্রীসঙ্গীই নয় বরং নবী পরিবারের অনেক সদস্য সহ সয়ং নবীরও অভিযোগ আছে। দেখুন আমি খুবই আত্মসচেতন, স্বাধীনচেতা, স্পষ্টবাদী মানুষ। নীরবে অন্যায় সহ্য করতে পারিনা। অনেকে আমাকে অহংকারী অপবাদ দেন। আসলে নবীজীর অনেক লোভী পরশ্রীকাতর সাহাবী ও আত্মীয়-স্বজন আমার রূপ ও মেধায় সাংঘাতিক হিংসাপরায়ন ছিলেন। তেরো স্ত্রীনের ঘরে আমিই একমাত্র মহিলা, যার নবীজীর সাথে বিয়ের আগে অন্য কারো সাথে বিয়ে হয়নি। আমার সংসার ছিল সকল বিধবা আর তালাক প্রাপ্তা মহিলাদের আস্তানা। হাফসার মত মানুষ, মাত্র ১৮ বছর বয়স, ৫৬ বৎসর বয়সের মানুষের ঘর করতে এলো আমার সাথে রাত ভাগাভাগি করতে। অবশ্য সে ইচ্ছে করে আসেনি, তাকে জোর করে দেয়া হয়েছিল। তাদের পরিবারটাই ছিল সন্দ্রাসী টাইপের। ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো। হাফসার বাবা জানেন আমি আবু-বকরের মেয়ে, মোহাম্মদের স্ত্রী। তারপরও কোন্ বিবেকে হাফসাকে নিয়ে এলেন আমার বাবার কাছে বিয়ে দিতে? আমার বাবা যখন রাজী হলেন না, তিনি হাফসাকে নিয়ে গেলেন উসমানের কাছে। উসমান গ্রহন করলেন না, নিয়ে এলেন আমার সামীর কাছে। কেন? মদীনায় কি যুবক পুরুষের আকাল পড়েছিল? হাফসাকে তিন স্ত্রীনের ঘরে দিয়ে তার বাবা বলে গেলেন 'দেখো মা. রূপের অহংকারী আয়েশা যেন তোমাকে বিরক্ত করতে না পারে, তার থেকে তুমি দূরে থেকে।' আমি তাঁর কি ক্ষতি করেছিলাম? আমার রূপে তাঁর এতো ঈর্ষা কেন?

পর্দার কথা বলছেন? ওটাও ঐ হাফসার পিতা জনাব ওমরের নারীর প্রতি তাঁর ঘৃণার ফসল। বাড়ির পাহারাদার চতুষ্পদ জন্তুটিও রাতে মাঝে-মাঝে ঘুমায়, কিন্তু উনি ঘুমাতে না। নিশাচরের মত সারা রাত বাড়ি বাড়ি চষে বেড়াতে আর দেখতেন, কে কোথায় হাগা-মোতা করলো। মোটা সাইজের আমার এক পেটলী স্ত্রী ছিলেন। নাম তাঁর সওদা। আমি তাকে মাঝে-মাঝে 'ফাট-কাণ্ড' বলে ডাকতাম। তিনি মাইন্ড করতেন না। বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক ছোট ছিলাম বিধায় আমার কিশোর সুলভ ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হতেন না বরং মুচকি মুচকি হাসতেন। আমার প্রতি তাঁর খুব দরদ ছিল। আমার চোখের ভাষা তিনি বুঝতেন। তাঁর বয়স্ক দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথা বেরিয়ে যেতো। একদিন সামীকে বললেন 'নবীজী, আমার বিছানায় আপনার রাত কাটাঁবার দরকার নাই, আমার চেয়ে আপনাকে আয়েশার বেশী প্রয়োজন। আমার রাতটি আমি আয়েশাকে দান করিলাম।' আনন্দে আমার চোখে জল আসলো, আর আমার স্ত্রীসঙ্গীদের গায়ে

লাগলো আগুন। প্রসঙ্গত এখানে আরেকটা ঘটনার কথা বলে নিই। ঘটনাটা একদিকে যেমন আমার জন্য গোরবের, অন্যদিকে খুবই লজ্জাস্কর। স্বামী যে রাত আমার ঘরে থাকতেন ঐ রাতে তাঁর বন্ধু-বান্ধবগণ আমার জন্য উপহার পাঠাতেন। শুন্তে খারাপ লাগছে ! সাত গেরামকে জানিয়ে, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে কেউ এসব করেনা তাই না? আপনাদের যুগে যত খারাপ লাগছে, সে যুগের মানুষের কাছে ততো খারাপ ছিলনা। এ যুগে এমনটি হলে মেয়েরা লজ্জায় বাপের বাড়ি চলে যাবে। আমার কয়েকজন স্ত্রী উম্মে-সালমার ঘরে বসে সিদ্ধান্ত নিলেন, তারা নবীজীকে বলবেন যে, রাত্রি বন্টনের সাথে-সাথে যেন উপহার বন্টনও সমভাবে হয়। একটি বিশী কারবার না? এর অর্থ হলো-সারা দুনিয়া জেনে রাখুক নবীজী কোন্ দিন কোন্ স্ত্রীর ঘরে যাবেন। আর সে অনুসারে নবীজীর বন্ধু-বান্ধবকে তাঁর স্ত্রীদের ঘরে উপহার পাঠাতে হবে। আমার স্ত্রীসকল লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে সত্যি সত্যি নবীজীকে তাদের দাবী জানিয়ে দিলো। আমার স্বামী একটু বে-কায়দায় পড়ে গেলেন। আকাশ থেকে জিব্রাইল ইমারজেন্সি ফ্লাইট করে সমাধান পত্র হাতে করে এনে নবীজীর সামনে তোলে ধরলেন। নবীজী তাদেরকে জানিয়ে দিলেন-

“তোমরা আয়েশার কথা বলে আমাকে বার-বার বিরক্ত করোনা, আল্লাহর কাছে আয়েশার মর্যাদা তোমাদের সকলের চেয়ে অনেক বেশী। একমাত্র আয়েশারই বিচিনায় অহী নাজেল হয় আর কারো নয়।”

বাস, তাদের মুখে চিরদিনের জন্য স্টেইপ্লার মারা হয়ে গেল। সে যা-ই হউক, আমার ঐ রিসপেক্টেবল ফাট-লেডী এক রাতে পেশাব করতে বাইরে গেলেন। আমাদের সময়ে টয়লেট ইন্ডাস্ট্রি উন্নতমানের ছিলনা। আমরা মুক্ত-খোলা আকাশের নীচে স্বানন্দে বাহ্য-মুত্র ত্যাগ করতাম। সওদা বিবির বট-গাছ মার্কা শরীর হজরত ওমরের দৃষ্টি এড়াতে পারলোনা। বিড়ালের চোখের চেয়েও অধিক পাওয়ারফুল ছিল ওমরের চোখ। ওমর হাঁক দিয়ে বলেন ‘ ওই সওদা, প্রশ্রাব করার আর যায়গা পেলিনা, একেবারে আমার চোখের সামনে এসে বসে গেলি।’ বেচারী কোন রকম শরীরটাকে টেনে টেনে এক দৌড়ে ঘরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণ বের হবার অবস্থা। পরের দিন ওমর নবীজীকে এতগুলো মহিলার সামনে কড়াকড়া নির্দেশ দিয়ে গেলেন। নবী পত্নীগণ যেন ঘোমটা-ঘামটা দিয়ে পেশাব-পায়খানা করেন। আকাশে ইমারজেন্সী সংসদ বৈঠক ডাকা হলো, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পর্দার আইন পাশ হয়ে গেলো।

- আয়েশা আপনি বলেছেন- তেরো সতীনের ঘরে আপনিই একমাত্র মহিলা, যার নবীজীর সাথে বিয়ের আগে অন্য কারো সাথে বিয়ে হয়নি। তবে কোরআন শরীফের ‘আত-তাহরিম’ সূরাটি কার উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছিল? কে সেই মহীয়সী মহিলা?

- ওর কথা বলবেন না। তার নাম শুন্লে আমার গা’ ঘিন-ঘিন করে। একটা ক্লীতদাসী। বাঁদী হয়ে এসেছিল কোরায়েশ বংশের ঘর করতে। খুবই গরবিনী ছিল, বলতো- তার কুকড়ো চুলের মত সুন্দর চুল আর কারো নেই। সংসারে এসেই একটি বাচ্চাও দিয়ে দিল, যা নবীর আর কোন বিবি করেন নি। ১৮ বছর বয়সে এসেছিল ৬০ বছরের মানুষের সংসার করতে। হাফসার মুখ থেকে সাফিয়ার রুমে ঘটত তার কেলেঙ্কারীর ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার পর আর বেঁচে থাকার সাধ থাকেনা। আমি হলে আত্মহত্যা করতাম।

- তার নামটা কি ছিল?

- ম্যারিয়া বিন্তে কিবতিয়া, একজন খৃষ্টান যুবতী। মিশরের বাদশার ক্রীতদাসী ছিল।
- কিন্তু তিনিতো আপনারই মত ভায়রজিন ছিলেন, বিধবা কিংবা তালাক প্রাপ্তা ছিলেন না।
- ওর আবার স্ত্রী-অস্ত্রীর কি আছে? ওরাতো যার কাছে বিক্রী হয় তারই সম্পদ। সে যুগে দাস-দাসী তাদের মনিবদের সেক্স-টয় ছিল।
- কিন্তু শুনা যায়, ঐ সমস্ত দাসী-বাঁদী, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, অসহায় নারীদেরকে বিয়ে করে নবীজী তাদের মানসিক, আর্থিক, দৈহিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন।
- মিশরের বাদশার উপহার হয়ে শিরীন নামে ম্যারিয়ার আরেকটি বোন একই সাথে এসেছিল। তারও একজনের সাথে বিয়ে হয়েছিল। তার নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়নি? ওমরের মত শক্তিশালী নেতার কন্যা হাফসার কিসের অভাব ছিল? বিশ বৎসর বয়সের জোহাইরিয়া, পয়ত্রিশ বৎসর বয়স্কা উম্মে হাবিবা, উনত্রিশ বৎসর বয়স্কা উম্মে সালমার নিরাপত্তা দেয়ার মত মানুষ কি গোটা মদীনায় কেউ ছিলনা? আর আর্থিক নিরাপত্তা ! তাহলে ঐ কাহিনীগুলো কি মিথ্যা?
- কোন্ কাহিনী?
- ঐ যে, চল্লিশ দিন ঘরের চুলোয় আগুন জ্বলেনি, পেটের ক্ষিদেয় পেটে পাথর বাঁধা, মা ফাতেমা সহ হাসান-হোসেনের একনাগাড়ে তিনদিন উপবাস, নাতীদের ক্ষিদে জ্বালা নিবারণে দুটি খেজুরের জন্যে নানাজানের ইহুদীর কুপে জল-উত্তোলন ! কার নিরাপত্তা কে দেবে?
- আয়েশা আপনার প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেই দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, যখনই পৃথিবীর কোন মানুষ কোরআনের সূরা আত-তাহরীম পড়বে, তখনই অবধারিতভাবে তার চোখের সামনে চারজন নারীর চেহারা ভেসে উঠবে। আপনি, মারিয়া, হাফসা ও সাফিয়া। সেই সাথে আপনাদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের তীব্র ক্ষোভ এবং ঐ কেলেঙ্কারী ঘটনাগুলোও। এখানে পাঠকদের উদ্দেশ্যে সূরাটির প্রথমাংশ তোলে দেয়া হলো-

‘হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন
আপনি কেন, আপনার স্ত্রীদিগকে খুশি রাখার লক্ষ্যে
তা হারাম মনে করবেন?
আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

(হে রমনীগন) আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন
শপথ থেকে তোমাদের মুক্তির উপায়।
আল্লাহ তোমাদের মালিক,
সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীকে একটি কথা
গোপনে বলেন,

অতঃপর স্ত্রী যখন সে গোপন কথা অন্যদেরকে বলে দিল
আল্লাহ নবীকে সে কথা জানিয়ে দিলেন

নবী তখন তাঁর স্ত্রীগণকে (আয়েশা ও হাফসাকে) কিছু বল্লেন
আর কিছু গোপন রাখলেন
তারা বল্লেন, আপনাকে কে বল্লো?
নবী বল্লেন, তিনি বলেছেন যিনি সর্বজ্ঞ, সবজানতা।
তোমরা দু'জনে ইতিমধ্যে অন্যায় করে ফেলেছো
যদি তওবা করে সংশোধন হয়ে যাও, তবে ভাল।
আর যদি নবীর বিরুদ্ধাচারণ করো
কিংবা নবীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায়
একে অপরকে সাহায্য করো
তবে মনে রেখো, নবীর সাহায্যকারী আছেন
আল্লাহ্, মুমিনগণ, জিব্রাইল, ও আসমানের সকল ফেরেশতা।
(আজ যদি) নবী তোমাদেরকে তালাক দেন
(কাল) হয়তো আল্লাহ্ নবীকে দিবেন
তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট, আত্মসমর্পিতা, বিশ্বাসিনী
অনুতাপকারিণী, বিনয়বণিতা, উপাসনাকারিণী
আজ্জাবহ, অ-কুমারী, ও কুমারী নারী।’

আয়েশা এবারে কোরআনের আরেকটি সুরার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি,
যে সুরাটি নাজিল হয়েছিল আপনাকে ঘিরে। সুরা আন্-নুর।

- আমি জানতাম এক পর্যায়ে আপনি এই কথাটা তুলবেন। আমি আমার
স্টেইটমেন্ট বদলাবোনা। আগে যা বলেছি আজও ঠিক সে কথাই বলবো। বিশ্বাস
করা না করা আপনাদের ব্যাপার। আমার কথা পরে শুনবেন আগে এ ব্যাপারে
আল্লাহ্ কি বলেন শুনা যাক-

‘এটা একটি সুরা আমি অবতরণ করেছি, পালনীয় হিসেবে,
সু-স্পষ্ট আয়াতসমূহ দিয়ে
যাতে তোমরা সুরণ রাখতে পারো।
ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারি পুরুষ,
তাদের উভয়কে একশো বেত্রাঘাতে চাবুক মারো।
আর আল্লাহ্র বিধান কার্যকারী করণে
তোমাদের মনে যেন দয়ার উদ্বেক না হয়
যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস করো।
আর এ শাস্তি যেন মুমিনগণ দেখতে পায়।

ব্যভিচারি পুরুষই বিয়ে করে ব্যভিচারিণী নারীকে
আর ব্যভিচারিণী নারীই বিয়ে করে ব্যভিচারি পুরুষকে।
এবং এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে।

যারা স্ত্রী-স্বামী নারীর প্রতি অপবাদ দেয়
অথচ চারজন সাক্ষী যোগাড় করতে পারেনা,
তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে, আর
তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহন করবেনা, এরাই নাফরমান।
তবে তাদের ক্ষেত্রে ছাড়া, যারা তওবা করে সংশোধিত হয়ে যায়।
আর যারা নিজের স্ত্রীদের ওপর অপবাদ আরোপ করে
এবং নিজে ছাড়া তাদের আর কোন সাক্ষী থাকেনা,

তারা আল্লাহ্র কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দিবে যে,
সে যা বলছে তা সত্য।
আর পঞ্চম বারে বলবে যে,
সে যদি মিথ্যা বলে তাহলে তার ওপর আল্লাহ্র গজব পড়বে।

আর নারীর ওপর থেকে শাস্তি মওকুফ করা হবে যদি,
সে আল্লাহ্র কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেয় যে,
তার স্বামী মিথ্যা বলছে
আর পঞ্চম বারে বলবে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয়
তা-হলে তার নিজের ওপর আল্লাহ্র গজব পড়বে।

তোমাদের ওপর আল্লাহ্র দয়া না থাকলে-
কত কিছইনা হয়ে যেতো।
নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

যারা অপবাদ রটনা করেছে (আয়েশার ওপর)
তারাতো তোমাদেরই দলের লোক।
তোমরা এটাকে খারাপ মনে করোনা
বরং তা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক।
তারাই শাস্তি পাবে যারা কুৎসা রটনা করেছে,
আর যে প্রধান ভূমিকায় ছিল (আব্দুল্লাহ্ বিন-উবেহ)
তার জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।

তোমরা যখন ঘটনা শুনলে,
তখন তোমাদের আপনজন সম্মুখে সৎ-ধারণা করোনি।
তোমরা বলোনি কেন, এ'তো ডাহা মিথ্যা।
তারা কেন চারজন সাক্ষী আনতে পারলোনা
সুতরাং তারা আল্লাহ্র কাছে মিথ্যাবাদী।
যদি তোমাদের প্রতি ইহকালে পরকালে আল্লাহ্র দয়া না থাকতো
তোমরা যা করেছো (কুৎসা রটনা)
তার জন্যে নিশ্চয়ই গজব এসে যেতো।

তোমরা ঘটনাটি মুখে মুখে বলছিলে
আর মানুষের কাছে ছড়াচ্ছিলে
অথচ তোমরা সত্যটা জানোনা
তোমরা মনে করেছিলে ঘটনাটি তুচ্ছ
কিন্তু আল্লাহ্র কাছে তা ছিল গুরুতর ব্যাপার।

- আয়েশা, সুরাটি নাজিল হয়েছিল ঘটনার কতদিন পরে?

- অনেকদিন পরে। তবে আপনাদের সময়ের মত সেকালে ব্লাড-টেস্ট বা ডি,এন, এ, টেস্ট করার কোন উপায় ছিলনা, সুতরাং আল্লাহ্র কসম আর গজবের দোহাই দেয়াই ছিল সত্যতা যাচাই করার একমাত্র উপায়।

- ঠিকই বলেছেন। ব্লাড-টেস্ট বা ডি,এন,এ, টেস্ট পদ্ধতি তখন আবিষ্কার হলে কোরআনের তিনটি সূরা যথা- আল্-আহজাব, আন্-নূর আর আত্-তাহরিম হয়তো লিখা হতোনা, আর হলেও অন্যভাবে লিখা হতো। তিন তিনটা পারিবারিক কেলেংকারী ঘটনা !

- আল্-আহজাব সূরা নাজিল হওয়ার কারণকে কেলেংকারী ঘটনা বলা যায়না। ঐ সূরা নাজিল হয়েছিল নবীজী তাঁর পালক পুত্র যায়েদের স্ত্রী জয়নবকে বিয়ে করার কারণে।

- আর এই জয়নবের ঘরে নবীজীর সামান্য মধু খাওয়া নিয়ে আপনি আর হাফসা কি কান্ডটাই না করলেন, যার জন্যে আল্লাহকে কেইসটা হাতে নিতে হলো।

- এমন কোন লঙ্কা-কান্ডতো আর ঘঠেনি। নবীজী বেশী বেশী জয়নাবের ঘরে সময় কাটাতেন, তাই স্ত্রী হিসেবে আমরা সামীর সাথে একটু জোক করেছিলাম। আমরা শুধু বলেছিলাম- আপনি কি খেয়েছেন, মুখ থেকে খারাপ গন্ধ বেরুচ্ছে। বাস, গুসা করে একেবারে একমাসের জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

- আচ্ছা, আমরা কথায় কথায় আমাদের মূল সাবজেক্ট থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। আমরা জানতে চেয়েছিলাম সূরা আন্-নূর কেন নাজিল হয়েছিল, কোন ঘটনার ওপর ভিত্তি করে নারী পর্দা, নারীর ঘরে অবরোধ থাকা ও নবী-পত্নীগণের ওপর বিধবা প্রথার প্রচলন হলো আর হজরত আলীর বিরুদ্ধে আপনার অস্ত্রধারণের কারণ।

- দেখুন ‘জঙ্গে জামাল’ ছিল ইসলাম-পূর্ব সমাজের ভেতর পুরাতন দৃষ্টি আর ইসলাম-পরবর্তি নতুন সমাজে সৃষ্ট, বহুদিনের পুঞ্জীভূত, অন্যায়, অবিচার, হিংসা-বিদ্বেষের সম্মিলিত একস্পোশন। ‘জঙ্গে জামাল’ এর কারণ জানতে হলে, সূরা আন্-নূর নাজিল হওয়ার পেছনের ঘটনাটা জানার প্রয়োজন আছে।

তখন ষষ্ঠ হিজরীর শা’বান মাসের এক কাক-কালো রাত্রি। বনি-আল্ মুসতালিক গোত্রকে আক্রমণ করা হবে। নবীজী যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে লটারীর মাধ্যমে সিলেক্ট করতেন তাঁর কোন ওয়াইফকে সঙ্গে নেবেন। লটারীতে আমার নাম উঠলো। নবীজী কমান্ডার ইন্ চীফ, আমিও তাঁর সাথে। যুদ্ধের প্রয়োজন হলোনা, নিশীত রাতের অতর্কিত হামলা প্রতিরোধ করার সময় শত্রু-পক্ষকে দেয়া হয় নাই। বনি-আল্ মুসতালিক গোত্র ঘুম থেকে উঠে দেখলো তাদের বাড়ি ঘর, এলাকা সব-কিছু মুসলমানদের দখলে চলে গেছে। তাদেরকে বন্দী করে গণিমতের মাল-পত্র নিয়ে আমরা বাড়ি ফেরার পথে মদীনার অদূরে ‘মুরাইসী’ নামক এক যায়গায় বিরতি নিলাম। এখানে পানি উত্তোলন নিয়ে হজরত ওমরের এক ভৃত্য ও মদীনার আন্সারী ‘খাজরাজ’ গোত্রের কিছু মানুষের মধ্যে ঝগড়া হয়। পানি উত্তোলন নিয়ে ঝগড়া এমন পর্যায়ে পৌঁছিল যে মদীনার প্রভাবশালী নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবেই বুলতে শুরু করলেন- ‘মদীনাবাসী, দেখো শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দেয়ার পরিণতি। খাল কেটে তোমরা কুমীর এনেছ, আদর করে তোমরা এই অকৃতজ্ঞ জাতীকে মাথায় তুলেছ, তোমাদের সহায় সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব দিয়েছ, এখন তারা তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব করছে। এবার বাড়ি গিয়ে এই নীচ-মনাদেরকে তাড়াতে হবে।’ তিনি রিতিমত মদীনার স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিলেন। মোহাম্মদ কোন রকম বিষয়টা সামাল দিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁবু উঠিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে যান। রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতিকালে আমি প্রশ্রাব করার জন্যে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি আমার গলার হারটি কোথায় পড়ে

গেছে। হারের সন্ধানে আমি আবার বেরিয়ে যাই। আমার মাল-পত্র আমার উটের মাচায় উঠানো হলো, কিন্তু কেউ লক্ষ্যই করলোনা যে আমি উটের ওপরে নেই। ফিরে এসে দেখি তারা সবাই চলে গেছেন। আমার সাথে একটি চাদর ছিল। দলের লোকজন যখন জানতে পারবে আমার উটের ওপরে আমি নেই, তারা নিশ্চয়ই আমার খোঁজে এখানে ফিরে আসবে, এই আশায় আমি চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে বসে পড়ি। একসময় আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ভোর বেলা সাফওয়ান বিন মু'তাল সোলাইমি এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাকে তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় চিন্তে পারলেন। তিনি এর আগে আমাকে বহুবার দেখেছেন। চিৎকার করে বলতে থাকলেন- 'আহারে ! কি দুঃখের বিষয়, নবীজীর স্ত্রীকে ফেলে সবাই চলে গেলো।' তার চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তাড়াতাড়ি মাথায় ছোমটা টেনে আমি উঠে বসি। সাফওয়ান আমার সাথে কোন কথা না বলে তাঁর উটকে আমার সামনে নত করে দেন। আমি তার উটের ওপর আরোহন করি। প্রায় মধ্যাহ্নের সময় আমরা আমাদের দলকে অতিক্রম করতে সক্ষম হই। কেউ ঘুনাঙ্করেই জানতে পারেনি আমি যাত্রার প্রায় অর্ধেক সময় তাদের সাথে ছিলামনা।

- আয়েশা ওয়েইট এ মিনিট প্লীজ। অন্য একটি সোর্স থেকে ঘটনার বিবরণীতে জানা যায় যে, আপনি যখন দ্বি-প্রহরে দলের ক্যাম্পের কাছাকাছি হলেন তখন অনেকেই চিৎকার করে বলেছিলেন- ঐ যে আয়েশা আসছে, এইতো আয়েশা। আব্দুল্লাহ্ বিন উবেহ্ বলেছিলেন- 'সর্বনাশ ! দেখো দেখো নবীজীর স্ত্রীর কারবারটা দেখো, সাফওয়ানের সাথে সারা রাত কাটায়ে এখন ফিরে এসেছেন সেই মানুষটাকে সঙ্গে নিয়ে।

- আপনি আব্দুল্লাহ্'র বর্ণনা শুন্বেন, না আমারটা?

- স্যরি। প্লীজ ক্যারী অন।

- মদীনায় পৌঁছে আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। পুরো একমাস বিছানায় পড়ে রইলাম। একমাস পরেও আমার কল্পনায় মোটেই আসেনি যে আমি কোথাও কোন অন্যায় করেছি। আমিতো সে ঘটনা ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ এক মাস পরে আমার মনে হল নবীজী যেন আগের মত আমার কাছে আসেন না, রোগ শুনেও দেখতে আসেন না, কথাও বলেন না। আমার মনে সন্দেহ হল, বিষয়টা কি? কিছুদিন পর দুর্বল শরীর নিয়ে আমি আমার মায়ের কাছে চলে যাই। মায়ের কাছে থাকাকালীন সময়ে এক রাতে মিস্তাহ্ নামের একটি ছেলের মায়ের সাথে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে আসার পথে হঠাৎ মিস্তাহের মা হুচট খেয়ে পড়ে যান। চিৎকার করে বলেন- ' মিস্তাহ্ তোর ওপর আব্দুল্লাহ্'র গজব বর্ষিত হউক। আমি বললাম- তুমি এ কেমন মা, নিজের ছেলেকে অভিশাপ দিচ্ছো? মহিলা বললেন- ওমা, তুমি কি জানোনা মিস্তাহ্ সহ আরো অন্যান্যরা তোমার ওপর কেমন কেলেংকারী রটাচ্ছে?

আমারতো মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। শরীরের রক্ত হীম হয়ে গেল। দৌড়ে মায়ের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে সারা রাত কেঁদে কাটলাম। পরের দিন খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলাম, কেলেংকারী রটনায় অগ্রনী ভূমিকায় রয়েছেন আমার স্তোন জয়নবের বোন হামনাহ্, বিখ্যাত মুসলিম কবি হাসান বিন তাহ্বিত, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহকারী হজরত মিস্তাহ্ এবং আরো কয়েকজন সত্যিকারের গন্য-মান্য মুসলমান। আমার অনুপস্থিতিতে সামী আমার বাবা, হজরত ওমর, হজরত উসমান ও আলীর পরামর্শ নিলেন। আলী ব্যতীত সকলেই এই বলে উপদেশ

দিলেন- ‘ছাড়াছাড়ির দরকার নেই, আমরা বিশ্বাস করি আয়েশা ভাল চরিত্রের। আর এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কেরও প্রয়োজন নেই, বিষয়টার এখানেই সমাপ্তি হওয়া উচিত’। তাদের কাছ থেকে ফিরে এসে নবীজী সকলকে মসজিদে সমবেত করে যে ভাষন দেন, তা-ই ছিল সম্পূর্ণ সুরা আন্-নূর। এখানে আল্লাহ নারীদের, বিশেষ করে নবী পত্নীগণের প্রতি একষ্ট্রীম পজিশনে চলে যান। সুরার মধ্যভাগে কড়া-কড়া নির্দেশ জারী করা হয়।

এবার বলি মিস্টার আলী ইবনে আবু তালিব কি পরামর্শ দিয়েছিলেন। আলী বলেছিলেন-‘ আব্বাজান, ওকে তালোক দিয়ে দিন, ও আপনার জীবন দুর্বিসহ করে তুলবে।’ যদিও নবীজী আলীর কথা শুনে নি তবু আমিতো কোনদিন ভুলতে পারিনা। আলীর কোন্ পাঁকা ধানে আমি মই দিয়েছিলাম? আমার সাথে, আমার বাবার সাথে তাদের কেন এতো শত্রুতা? আমার রূপ-যৌবন? বাবার খেলাফত ও সম্পত্তি? আমার সামীর মৃত্যুর পর ফাতেমা আসলেন তার বাপের সম্পত্তি ভাগাভাগি করতে। কেন, আমি কি তখন জীবিত ছিলাম না? আমি কি নবীর স্ত্রী ছিলাম না? আমি যখন উসমানের আমলে আমার ভাতা দাবী করলাম, আর কেউ বাধা দিলনা, ফাতেমা এসে বাধা দিলেন- আয়েশাকে ভাতা দেয়া যাবেনা? কেন, আমার অপরাধটা কি ছিল? আমার বাবার খেলাফত যখন এরা দু’জন অসীকার করেণ, আমি তখন আর ছোট্ট অবোধ বালিকা ছিলাম না। একজন নবীর মেয়ে হিসেবে, আরেকজন নবীর জামাতা হিসেবে তাদের গগন-চুম্বী অহমিকার আঙনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে আমাকে মেরেছেন সারাটা জীবন। বাল্যকাল থেকে বারো স্ত্রীনের জ্বালা সহিতে হয়েছে। যৌবনে ওমর দুঃখ দিয়েছেন, উসমান আমাকে নবীর স্ত্রী হিসেবে সামান্যতম মূল্যায়ন করেন নি, আলী ও ফাতেমা অসম্মানী করেছেন। ১৮ বৎসর বয়সে বিধবা হয়েছিলাম। নবী পরিবারের কেউ কোনদিন একটু সহানুভূতিও দেখাননি। লোকে বলে, শেষ বয়সে আলী আমাকে খুব সম্মানে রেখেছিলেন। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। আলী আমাকে গৃহবন্দী করে রেখেছিলেন। আমি গৃহে বন্দী থাকার মত মেয়ে ছিলাম না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, জামাল যুদ্ধে জয়ী হতে পারিনি। আদর্শচ্যুত বিভ্রান্ত মুসলিম সমাজে ন্যায়, ইন্সারফ কায়েম করা ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল জঙ্গে জামালের মূল লক্ষ্য।

- আয়েশা, রজনী প্রভাত হওয়ার আর বেশী বাকি নেই। আপনার আশা, আপনার সপ্ন বাস্তবায়নে জগতের নতুন প্রজন্মের নারী সমাজ এগিয়ে আসুক, এই আশা ব্যক্ত করে এবার বিদায় নেবো। আপনাকে আমি ও আমার অর্গণিত পাঠকদের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।